কথোপকথন

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

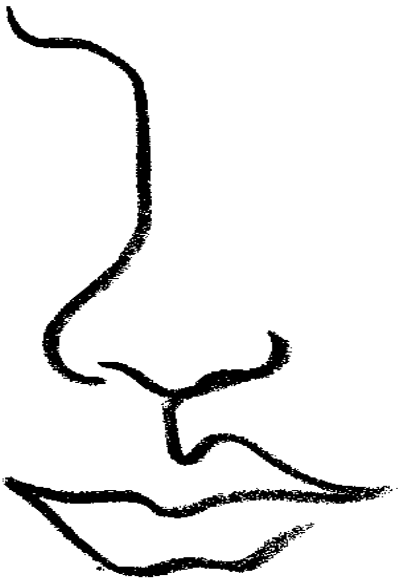

জলছবি প্রকাশন

কথোপকথন

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

কথোপকথন ৩

ক থো প ক থ ন

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
ব্লক-বি, সড়ক নং ৬, শেখেরটেক
আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান
অলংকরণ : রাজন

ISBN : 978-984-94525-2-2

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট),
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Writer

Kathopakathan, writen by **H A Golondaz Tara**
Published in Ekushe Boimela-2020 by AKM Nasiruddin Ahmed,
Jalchhabi Prokashon, Dhaka 1000
Price: Taka 200.00

উৎসর্গ

আমার জীবন সঙ্গিনী প্রিয়তমা **ক্যামেলিয়া** ও
আমাদের ভালোবাসার স্মারক
অভি, অন্তু ও **অঙ্গনা**

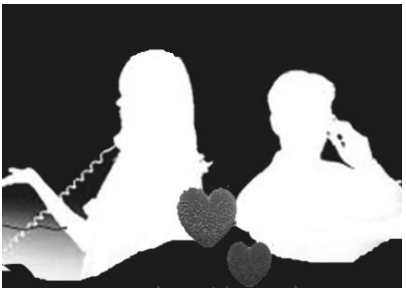

পর্ব • ১

অনামিকা
হ্যালো... কে বলছেন?

কবি
আপনি কি আমাকে চিনবেন?

অনামিকা
নাম-পরিচয় না দিলে চিনবো কেমন করে!

কবি
ম্যাসেঞ্জারে কথা বলছি।
আমার নাম নিশ্চয়ই দেখেছেন!
আর পরিচয়... সেটা না হয় আজ নাই দিলাম।

অনামিকা
পরিচয় না দিলে আমি ফোন রেখে দিচ্ছি।

কবি
আরে কী করেন...রাখবেন না প্লিজ,
আমি আপনার কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত।

অনামিকা
আমার কবিতার অনেক ভক্ত পাঠক আছেন!

কবি
আমি সেরকম ভক্ত পাঠক নই!

অনামিকা
আপনি কি স্পেশাল কেউ?

কবি
হুম, স্পেশালই বলতে পারেন।

অনামিকা
স্পেশাল হলেন কেমন করে?

কবি
আপনার সব ভক্তই কি প্রতিদিন
ম্যাসেঞ্জারে গোলাপ পাঠায়?

অনামিকা
ম্যাসেঞ্জারে গোলাপ!
হুম, গোলাপ অনেকেই পাঠায়।

কবি
কবিতাও পাঠায়?

অনামিকা
ওহ... আপনি?

কবি
তাহলে এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন,
যাক বাঁচা গেল!

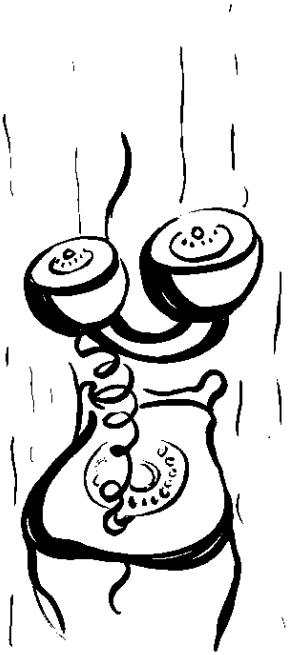

অনামিকা
আপনি তো অনেক ভালো রোমান্টিক
কবিতা লেখেন অথচ আপনার টাইম
লাইনে কোন রোমান্টিক কবিতা দেখি না, শুধু ইনবক্সে;
টাইম লাইনে দিলেই তো পারেন।

কবি
আমার সব রোমান্টিক কবিতা
শুধু আপনার জন্য লিখি,
অন্য কারো জন্য তো লিখি না।

অনামিকা
আমার জন্য?
যদি জিজ্ঞেস করি আমি আপনার কে হই?
উত্তরে কী বলবেন?

কবি
কিছুই হন না, আবার অনেক কিছু হন।
নদী কি সাগরের কিছু হয়?
তারপরও নদী সাগরের বুকে মিশে যায়
রাতের তারাগুলো আকাশে
পাহাড়ের বুকে ঝর্ণাধারা।

অনামিকা
ঠিক আছে, ঠিক আছে;
আর বলতে হবে না।
আমি খুব বুঝতে পারছি।

কবি
কী বুঝতে পারছেন?

অনামিকা
আপনার মাথায় সমস্যা আছে,
ভালো কোনো সাইক্রিয়াট্রিস্ট দেখান।

কবি
আমার ডাক্তার তো আপনি।

অনামিকা
আমি...? আপনি একটা পাগল!

কবি
তা বলতে পারেন,
পাগল নাহলে কি কেউ চাঁদ ছুঁতে চায়?

অনামিকা
চাঁদ? সেই চাঁদটা কে শুনি?

কবি
কেন, আপনি!

অনামিকা
আমি... আমি?
আপনার কথা শুনে ফোন
রেখে দিতে ইচ্ছা করছে,
আবার ভালোই লাগছে শুনতে!
আমার পরিচয় জানতে চাইবেন না?

কবি
আপনার পরিচয় আমি জানি।

অনামিকা
আমার পরিচয় জানেন! কেমন করে?

কবি
যেখানে ইচ্ছাশক্তি প্রবল, সেখানে
কোন বাধাই বাধা নয় দেবী।

অনামিকা
দেবী!

কবি
দেবী ছাড়া আর কী?
গোলাপের তৃষ্ণার্ত বুকের দীর্ঘশ্বাস
চেয়ে থাকে পথ বিনিদ্র রজনী,
ভুলে যায় সময়-সময়ের অভিমান
গুঁজে দেবে তারা চাঁদের খোঁপায়।

অনামিকা
কবি কি জানে না চাঁদের গায়েও
কলঙ্কের দাগ,
হাসিমুখে চাঁদ জ্যোৎস্না বিলায়
লুকিয়ে কাটায় অমাবস্যার অন্ধকার।

কবি
অন্ধকার রাত্রির কালো পাহাড়
পাহাড় ভেঙেই উঁকি দেয় পূর্ণিমা রাত,
পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে ঘুমভাঙা সকাল
তুলতুলে নরম রোদ, ভোরের পাখির শিস।

অনামিকা
কতকাল... কতকাল শুনিনি ভোরের
পাখির শিস!

কবি
কেনো দেবী...!

অনামিকা
পরবাসী পাখি, গোঁখরোর দংশন বিষ
বিষাদে আচ্ছন্ন ভোরের পাখির শিস,
পলির উপর পলি ব্রহ্মপুত্রের বুকের বিষাদ
নির্লিপ্ত বাসনা অতীত জীবনের সকল সাধ।

কবি
ভুল সবই ভুল।
বাসনার পাহাড়ে জমা অগ্ন্যুৎপাত
ছাইচাপা পরে রইবে আর কতকাল!
অতীত উঠোন হাড্ডিসার মাঝির ভাঙা গাল
টিকটিকির মতো তাকিয়ে থাকে কতকাল,
বাঁশের বেতায় বুনানো মায়ের হাতপাখা
কখন ফিরে আসবে পাখি, গাইবে গান ;
ভুলে যাবে অতীতের দংশিত নীল অভিমান।

অনামিকা
কে আপনি? বলুন কবি...কে আপনি?
পরিচয় না দিলে আমি আর কথা বলবো না,
ফোন রেখে দিচ্ছি।

কবি
আহা... রাগ করছেন!
আমি কবি, কবিদের কোন পরিচয় থাকে না,
পরিচয় থাকতে নেই দেবী;
কবিরা পাগল... হা হা হা
মনে যা আসে তাই বলে।
কবিদের কথায় দুঃখ পেতে নেই
মন খারাপ করতে নেই।

অনামিকা
আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন!
এরকম একটা কণ্ঠ আমার খুব চেনা
কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।
মনে হয় যেন কতকালের চেনা!
আজ তাহলে রাখছি।

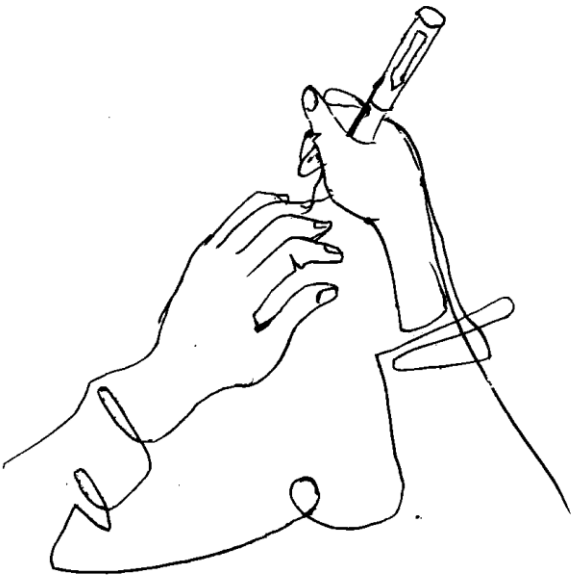

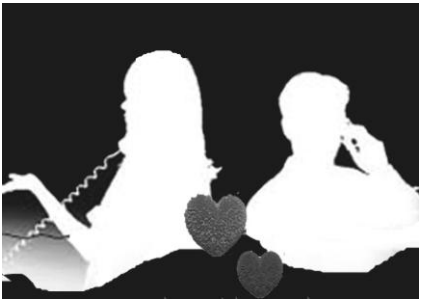

পর্ব • ২

অনামিকা
হ্যালো... কে বলছেন প্লিজ?

কবি
চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য!

অনামিকা
কী করে চিনবো বলুন তো!
অনেকেই তো কবি নামে আইডি চালান।

কবি
ওহ্ তাই!
আপনি চাইলে কিন্তু আমি আমার
নাম চেইঞ্জ করে ফেলতে পারি!

অনামিকা
তাই নাকি!
নতুন নামটা কী হবে জানতে পারি?

কবি
হ্যাঁ, অবশ্যই।

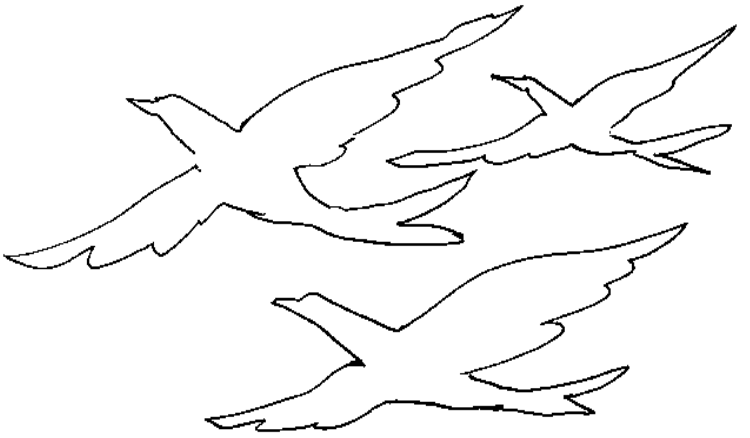

অনামিকা
তাহলে নামটা বলেই ফেলুন।

কবি
অসমাপ্ত কাব্য।

অনামিকা
অসমাপ্ত কাব্য?

কবি
হুম, অসমাপ্ত কাব্য।
মেঘেঢাকা আকাশ নামের সাথে কিন্তু
বেশ যায়। অসমাপ্ত কাব্য পাখি হয়ে
মেঘে ঢাকা আকাশে উড়ে বেড়াবে,
মেঘের ছোঁয়ায় ফিরে পাবে তার
হারানো সৌরভ আর স্নিগ্ধতা।
কী দারুণ হবে না ব্যাপারটা?
আহ আমার তো ভাবতেই খুব ভালো লাগছে।

অনামিকা
থাক থাক... অনেক হয়েছে,
আর বলতে হবে না।
তা শুনি, এখন কী করা হচ্ছে?

কবি
ঘুমভাঙা সকাল, হাতে প্রিয় ব্ল্যাক কফি।

অনামিকা
মানে!

কবি
আপনাকে পেয়ে আজকের সকালটা
হেসে উঠলো!
মৃত নগরীর আক্ষেপ বুকে ভোরের পাখির কণ্ঠে
জেগে উঠেছে সাগরের উচ্ছ্বাস!

অনামিকা
হি হি হি... তাই নাকি?

কবি
ভোরের আলো দেখি না কতকাল!
ফোনের তরঙ্গে সোনালী রোদ্দুর
সদ্যস্নাত নীলাভ আকাশের পাতায়
লিখে রাখবো আপনার নাম, আপনি খুশি তো দেবী?

অনামিকা
দেবী! আচ্ছা কবি, সত্যি করে বলো তো,
তুমি আসলে কী চাও?
সরি...ভুল হয়ে গেছে, আমি আপনাকে
তুমি করে বলে ফেললাম!

কবি
হা হা হা...একবার তীর ছুঁড়ে দিলে কিন্তু
তা আর ফেরত নেয়া যায় না।
বন্ধুকে তুমি সম্বোধন করাই কি উচিত নয়?
এখন থেকে আমিও কিন্তু আপনাকে
তুমি বলেই ডাকবো।

অনামিকা
তা ঠিক আছে।
আচ্ছা কবি, তুমি আমার একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে?

কবি
নিশ্চয়ই দেবো।

অনামিকা
একটা বিমর্ষ বিকেলের কাছে তুমি কী চাও?
আর চাইবারই বা কী থাকতে পারে?

কবি
বিমর্ষ বিকেল...
তোমায় বুকে পুষে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি,
বেঁচে আছি এতকাল
ছবি আঁকি নীলাচলে রঙধনুর সাতরঙে
গোলাপী শাড়ির আঁচল।

অনামিকা
গোলাপী শাড়ির আঁচল?

কবি
উড়ে বেড়ায় স্বপ্ন হয়ে কার পোষা পাখি!

অনামিকা
হি হি হি... তোমার স্বপ্নের পাখি?

কবি
মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজাব তোমায়
বলব কথা রাত্রির কানে কানে,
ঘুমভাঙা সকাল হয়ে এসো
ব্ল্যাক কফির চুমুকে চুমুকে।
কাছে এসো দেবী কাছে এসো;
এত দূরে কেনো তবে!

অনামিকা
দূরে কোথায় কবি!
হি হি হি...আমি তো আছি তোমার
অনন্ত বাসনার পরতে-পরতে
মিশে আছি জয়নুল উদ্যান
ব্রহ্মপুত্রের কাজল আঁকা চোখে।

কবি
তবু আমি খুঁজে নাহি পাই!

অনামিকা
ঘ্রাণ নিয়ে দেখো খুঁজে পাও কী-না!
তোমার নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে...!

কবি
নিঃশ্বাসে-বিশ্বাসে!
সহস্রাব্দ ধরে খুঁজেছি তোমায়
মরু প্রান্তর গিরী সমভূমে
শিলঙ পাহাড়ের পাদদেশ
ক্ষীরু নদীর পাড় সাগর সঙ্গমে।

অনামিকা
পেয়েছো কি আমায় সেখানে?

কবি
হঠাৎ দেখতে পেলাম তোমারে
আমারই ধূসর আঙিনায়
বাতাবী লেবুর ফুল ফুটে আছে
কচুরিপানায় ভরা পুকুর পাড়ে!

অনামিকা
বাহ সুন্দর বলেছো তো,
বাতাবী লেবুর ফুল...।
আবার কচুরি পানায় কেনো কবি?

কবি
আচ্ছা ঠিক আছে, কচুরিপানায় নয়
স্বচ্ছ টলটলে জল। এবার খুশি তো?

অনামিকা
হি হি হি... তারপর বলো।

কবি
তোমার মিষ্টি মিষ্টি ঘ্রাণে
মৌমাছিরা চুম্বন এঁকে দেয়
বকসাদা পাঁপড়ির গালে
লজ্জা রাঙা বধূর মতো তুমি
কেঁপে উঠো এক অজানা শিহরণে!

অনামিকা
আমি তখন পালিয়ে বাঁচতে ছুটে যাই
জয়নুল উদ্যানে
সবুজ ঘাসের গালিচার বুকে মাথা রেখে
তোমায় খুঁজি নীল আকাশে।

কবি
তাই বুঝি? সত্যি বলছো?

অনামিকা
গোধূলি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়
বাতাসেরা বিলি কাটে এলোমেলো চুলে!

কবি
তোমার ভালোবাসা পাখির উড়াল হয়ে
ছুঁয়ে দেয় রক্তিম আভা
গোলাপী ঠোঁটের প্রগাঢ় চুম্বন
মাধবীলতায় গাঁথা মালা!

অনামিকা
তুমি সবুজ ঘাসের ডগায় জড়িয়ে থাকা
বিন্দু বিন্দু শিশির কণা
হাসিমাখা রূপালী চাঁদ সমুদ্রের জলে
ভেসে উঠা ভোরের সূর্য!

কবি
তুমিই আমার স্বপ্নের বিলাসী বাগান
তুমিই মন উজাড় করা ঘ্রাণ
তোমার বুকেই সাজাবো বাসর আমার
অন্তহীন সাজাবো এই প্রাণহীন প্রাণ।

অনামিকা
না কবি, না।
মিনতি আমার অমন করে বলো না,
আমি যে পরনারী...!
তুমি আমার কবি হয়েই থেকো,
অন্য কিছু? না কবি না, অন্য কিছু না।
তুমি নির্জন রাস্তা ছুটে চলা ভ্রুক্ষেপহীন
আমি হেমলকের বিষে আচ্ছন্ন বিষাক্ত নীল!

কবি
তবে কেন ভাঙালে ঘুম?
মিথ্যে প্রণয়কাব্য! কী পেলে তবে?
আমি তো বেশ ছিলাম অভিশাপ বুকে।
চুপ করে থেকো না, বলো অনামিকা?

অনামিকা
অনামিকা!
কে এই অনামিকা?
তোমার কোন কবিতায়, কোন গল্পে
এই নাম তো আমার চোখে পড়েনি!
বলো কবি, চুপ করে থেকো না।
কে এই অনামিকা?

কবি
এতদিনে সবাই সব জেনে গেল অথচ
তুমি কিছুই জানতে পারলে না!
এতদিনে সব জেনে গেছে ব্রহ্মপুত্র
জয়নুল উদ্যানের ধূসর দুর্বাঘাস
ক্লান্ত বিমর্ষ গোধূলির শেষ নিঃশ্বাস
শুকনো গোলাপ পাঁপড়ির বুকের বিষাদ।

অনামিকা
হেয়ালী করো না কবি।
মিনতি আমার-
মেঘাচ্ছন্ন করো না জোৎস্না প্লাবিত কাব্যিক সময়,
ঘুমহীন অভিশপ্ত রাতগুলো স্বপ্নময় হয়ে উঠুক
গোধূলীর নিঃশ্বাসের গভীরে বৃষ্টির গান বেজে উঠুক।

কবি
পাতাদের কানাঘুষা শুনে সব জেনে গেছে
পাখি, নদী আর ঝর্ণার জল।
জেনে গেছে নিলগিরির দূরন্ত পাহাড়
বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ।
বাইরে একটু কাজ আছে, আজ তাহলে রাখি...?

অনামিকা
এতো অস্থিরতা কেনো?
পরিচয় না হয় নাই দিলে,
তারপরও আর কিছুটা সময় থাকো,
কিছু একটা বলো।

কবি
কী কথা বলবো তোমায়?

অনামিকা
কবিতার মতো প্রাণবন্ত কথা,
চাঁদের গলে গলে পড়া হাসি
আলোকিত করে অন্ধকার ঘন বন,
সে রকম কোন কথা!

কবি
না পাওয়ার কষ্টগুলো অন্যমনস্কতার
শীতল জলে ডুবে থাক,
অতৃপ্ত হৃদয়ের বাসনারা শীতের
তীক্ষ্ণ দাঁত, রক্তাক্ত করে দেয় উষ্ণ সময়!
তারচেয়ে বরং আমি যাই...।

অনামিকা

আকাঙ্ক্ষার নূপুরের শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙে
ভাঙে হৃদয়ের কংক্রিট পাড়,
ভালোবাসার গোলাপ বনে কেনো তবে
বিষণ্ন রাত্রির গভীর হাহাকার?

কবি

বিবর্ণ রুক্ষ পাহাড়ের বুকে ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্গম হয়?
ভারাক্রান্ত পাখির প্রস্থানে কেঁদে উঠে কি বিরহী বন?
বলো দেবী বলো।

অনামিকা

কী তব মনের বাসনা?
যে ঝড়ে উজাড় হয় বন মুছে দিয়ে যায় সিঁথির সিঁদুর
সে কেন তবে ফিরে ফিরে আসে ফণীমনসার
নির্মম ছোবল?

কবি
দেখেছ কি কখনও হাড্ডিসার মাঝির
করুণ চোখে খুশির ঝিলিক?
নিষ্প্রভ বাসনার আকাশে খইফুটা উড়ন্ত গাঙচিল?
বিষণ্নতার দেয়াল উপচেপড়া নৈসর্গিক সুখ?

অনামিকা
সুখ! কোথায় আছে সুখ?
সুখের ঠিকানা হারিয়েছে পথ বেভুল পথিক!
নিশীথে মটকা ফুলের করুণ বিলাপ
বুকের বিষাদে কাতর শরতের শুভ্র কাশবন!

কবি
কেন তবে হারালো-
রেশমি চুলের গন্ধ সদ্যোজাত ভোরের শিশির?
আঙুলের আলতো ছোঁয়া ভালোবাসার ধবল গন্ধরাজ?
পাগল করা রাতজাগা বসন্ত বাতাস!

অনামিকা
না গো কবি, না-
এখনও বুকের জমিনে চাষ হয়
অনুভবের সোনালী ফসল,
মরা নদীর জোয়ারে ভাসিয়ে
জীবনের ক্লেশ, জন্ম নেয় দিগন্ত
বিস্তৃত ক্ষেত।

কবি
তাই তো এখনও চেয়ে থাকে বাকরুদ্ধ দোয়েল পাখি,
নিশুতি রাত আজও জেগে থাকে পথ চেয়ে
নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকে শীতের সকাল,
কুয়াশা ভেজা ধূসর দূর্বাঘাস!
দিবানিশি খুঁজে ফিরে জ্যোৎস্না মাখা রাত,
হারিয়ে যাওয়া প্রাণোচ্ছল মেহেদী রাঙা
কোমল হাত!

অনামিকা
মেহেদী রাঙা কোমল হাত?
ডেকে নাও তারে...দেরী কেন তবে!
বাড়িয়ে দুটি হাত জড়িয়ে নাও বুকে
আগ্নেয়গিরির অভিশাপে দগ্ধ দূর্বাঘাস।

কবি
সে-কী আমায় মনে রেখেছে এতকাল!
বটের ডালে ভোরের পাখির গান
অভিশপ্ত ঝরা বকুলের অভিমান
কালো মেঘের অন্তরালে ঢেকে থাকা
বজ্রপাতের দুঃসহ নিনাদ!
তা কী এখনও মনে আছে তার?

অনামিকা
মনে করিয়ে দাও তাকে।
হেঁটে যাক বিরহী সময় অসমাপ্ত গল্পের পথে,
পূর্ণ হোক বাসনা তোমার।
তৃপ্তি পাক তৃষ্ণার্ত মরুবুক,
হেসে উঠুক পদ্মাবতী নিটোল সরোবরের শীতল জল।

কবি
বাদ দাও ওসব কথা।
তোমার কথা বলো,
তোমার ঘুমভাঙা সকালের কথা বলো।

অনামিকা
ঘুমভাঙা সকালের কথা? হি হি হি...।
তোমার তো ঘুম ভাঙে সেই সকাল এগারোটার পর,
ঘড়ির কাঁটা যখন দুপুরের ছোঁয়ায়
ক্লান্ত পথ চলে,
আর আমি জেগে উঠি
ভোরের সূর্য উঠার আগে।

কবি
তাহলে সূর্যোদয়ের কথাই বলো।
সকালের তুলতুলে নরম রোদে ভিজে
নদের পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া,
সবুজ কোমল ঘাসের বুকে তোমার
ফর্সা পা দুটো ডুবে ডুবে যাওয়া...
আরও কতকিছু জানতে ইচ্ছা করে।

অনামিকা
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই হয়ে থাকে,
বাস্তবতার জলে সাঁতার কাটতে
আর পারলাম কই?

কবি
চাইলেই পারতে! না মানে পারো।
এ আর এমন কি অসাধ্য সাধন?

অনামিকা
না গো কবি না। চাইলেই সব হয় না।
এই যে তুমি আমি এতোদিন ধরে
বন্ধু হয়ে আছি, আমাদের কি কখনো
দেখা হয়েছে?

কবি
তুমি থাকো সেই সাত সাগর আর
তের নদী পার হয়ে মার্কিন মুল্লুকের
ফিলাডেলফিয়া দ্বীপের সুরম্য কটেজে।
আর আমি? আমি পড়ে রয়েছি বাংলাদেশের
এক অখ্যাত মফস্বলে,
দেখা হবে কেমন করে?

অনামিকা
এজন্যই বলছি চাইলেই সব হয় না।
মন অনেক কিছুই চায় কিন্তু এই সমাজ-সংসারের
টানাপোড়েনে হয়ে ওঠে না,
অধরাই থেকে যায় জীবনের সকল চাওয়া!

কবি
সমাজ-সংসারের টানাপোড়েন;
ঢেকে দিতে বেদনার সকল পাহাড়
পাখি আসে না ফিরে
কত সহজে ভুলে যায় অঙ্গীকার
প্রেমহীন ঐশ্বর্য সৌরভে!
তারপরও মানুষ বেঁচে থাকে পৃথিবীর সকল আক্ষেপ বুকে!

অনামিকা
তুমি তাকে ডেকে নাও আপন পৃথিবীতে,
নিশ্চয়ই ফিরে আসবে... ফিরে আসবে পাখি
বটের শীতল ছায়া ঘেরা নীড়ে।
কবি, অফিসের সময় হয়ে গেল;
আজ তাহলে রাখি।

কবি
যে কলি ফোটার আগেই ঝরে ঝরে পড়ে
তা কী আর ফোটে কোনদিন অপরাহ্নের ডালে!
নির্বাক পাখি তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর
অফুরন্ত ভালোবাসার অন্তহীন গভীরে!
রাত্রির ডানাভাঙার শব্দে সব সুর
হারিয়ে যায় নৈঃশব্দের বিষাদে!

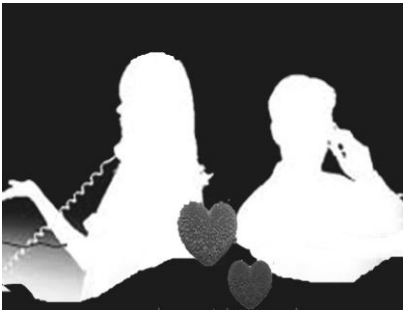

পর্ব • ৩

কবি
হ্যালো...হ্যালো...

অনামিকা
কেমন আছো কবি?

কবি
ভালো, ভালো আছি।
কত সহজে বসিয়ে রেখে আমায়
অপেক্ষার ওয়েটিং রুমে
তুমি চলে গেলে অন্য ট্রেন ধরে
আলো ঝলমল সাজানো দোকান!
এতোদিন পর আমার কথা মনে পরলো!

অনামিকা
এই কদিন বেশ ঝামেলায় ছিলাম।
অফিস, সংসার, খুবই ব্যস্ত ছিলাম।
অনিচ্ছাকৃত...তুমি দুঃখ পেয়েছো কবি?

কবি
কই না তো!
জানো, দুঃখ শব্দটা ইলাস্টিকের মতো;
টানলেই লম্বা হয় অনায়াসে।
সুখের পাশাপাশি আমি দুঃখকে
উপভোগ করি একাদশী চাঁদের মতো।

অনামিকা
তাই বুঝি!

কবি
হুম, দুঃখ এসে আমার কাঁধে হাত রাখলে
আমি তাকে নিয়ে বেড়াতে যাই,
একসাথে চা খাই,
নৌকায় চেপে ঘুরে বেড়াই,
বৈকালিক হাওয়া খাওয়াই।

অনামিকা
হি হি হি... দারুণ বললে কবি, দারুণ!
আমি ঠিক তোমার উল্টো পথের যাত্রী।
দুঃখ এলে মনে কোকিলেরা গান বন্ধ করে উড়ে যায় দূরে
ঘাটের মাঝিরা বসে থাকে নৌকার গলুইয়ে
যায় না পারাপারে
বাহারি ফুল ফোটে না কোনো কাননে
ফুটলেও ঝরে যায় অভিমানে।

কবি
তুমি তো জানো না অনামিকা,
একবেলা কথা না বললে তোমার সাথে
আমি ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ি ;
হয়ে যাই এক নীল মাংসপিণ্ড!
আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোতে ভেসে যাই গিরিখাদে
কঙ্কাল হয়ে পড়ে থাকি আমি শত-সহস্রাব্দ ধরে।

অনামিকা
কী...! ওহ হ্যাঁ... ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার অনামিকার কথা!
আচ্ছা সে কী তোমার সাথে একই ভার্সিটিতে পড়তো?
চুপ করে আছো কেন?
কথা বলো কবি, হ্যালো... হ্যালো...।

কবি
হুম, শুনছি...।

অনামিকা
সেকী তোমার ঘুমহীন রাতগুলো
স্বপ্নময় করে তুলতো?
ভোরের আলো ফুটতেই দোয়েল পাখির মতো
উড়ে আসতো তোমার বাগানে?
বলো কবি বলো, সত্যি করে বলবে;
মিথ্যে বলবে না প্লিজ।

কবি
একটি স্বপ্ন ছিলো পাহাড়ের;
কোন এক মধুক্ষণে খিলখিল হেসে বেড়ানো
সেই বালিকা পথ হারাবে তার সবুজ বুকে!
কোন এক সূর্যোদয়ে বেণী দুলিয়ে
পায়ে ঘুঙুরের শব্দ তুলে বুকের উপর দিয়ে
হেঁটে যায় সে।

অনামিকা
চুপ কেন? বলো কবি!

কবি
বলার আর কী আছে?
আগ্নেয়গিরির লাভায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে
সেই সবুজ কচি পাহাড়,
দিবানিশি ঘুঙুরের শব্দ হেঁটে যায়
শব্দহীন পাহাড়ের ছাইচাপা বুক।
আমার ভালো লাগছে না।
আজ না হয় একথা থাক,
অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি।

অনামিকা
তোমার যা ভালো লাগে তাই বলো।
আমি চাই তুমি ভালো থাকো, সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো।
তুমি চাইলেই তা সম্ভব কবি।
অর্থ বিত্ত, নাম যশ খ্যাতি, কীসের অভাব তোমার?
বলো কবি কীসের অভাব?

কবি
তুমি কখনো সাগরের সামনে গেছো?
বৈশাখের কাঠফাটা রোদ্দুর ভেজা দুপুর,
বিশাল মাঠের একপ্রান্তে অনেক দূরের গনগনে আকাশ,
দেখেছো কী তার অন্তহীন হাহাকার?
তুমি শুধু আমার অর্থবিত্ত, নাম, যশ, খ্যাতিটাই দেখলে!
আমার বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকা
হাহাকার দেখলে না!
আচ্ছা, তুমিই বলো আমার কে আছে?
কী আছে?
পাহাড়ের কান্নার শব্দ কি কেউ শুনতে পায়?
শুধুই পাথরের উপর পাথর
কান্নারা জমাট বেঁধে বেঁধে আজ কঠিন শিলার স্তর।

—

অনামিকা

আমি তোমায় দুঃখ দিতে চাইনি,
চাইনি হতে কষ্টের নীলমণি হার,
শুধু কষ্টের পাথরের বুকে ফোটাতে চাই একগুচ্ছ গোলাপ,
হে প্রিয় কবি, বন্ধু আমার।

কবি

খুঁজি আমার সবুজ ধানক্ষেত স্নিগ্ধ মায়াবী সকাল
অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া গোলাপ বাগান
আর কতদিন আর কতকাল!
কাটে জীবনের সকল সময়
চেয়ে থাকে নির্বিকার সকাল
জীবনের মাঠ!

অনামিকা
এত প্রেম এত ব্যথা!
কোন বিরহে কেঁদে উঠে ভোরের শিশির!
কোন বৃষ্টির অভিশাপে রাত্রির বুকে অগ্ন্যুৎপাত?

কবি
শুধুই অভিশাপ?
নিঃসঙ্গতা আজ জড়িয়ে গেছে মায়াজালে
ফাঁদে আটকেপড়া অসহায় জীব
তবুও চোখের মণি স্থির হয়ে থাকে
আঁধারের ওপারের আঁধার।

অনামিকা
আঁধারের ওপারের আঁধার থেকে
বেড়িয়ে আসুক প্রজাপতি
উড়ে বেড়াক পাখা মেলে
স্বর্গসুখে ভরে উঠুক বিষাদবৃক্ষ।

কবি
স্বর্গসুখ?
শিশির কণা ঘাসফুল আর ডাহুকীর ডাকে
সে কী আসবে তবে নেশাগ্রস্ত রঙিন সুখ ফেলে?
বলো দেবী?
সে কী আসবে ফিরে ব্রহ্মপুত্রের চোখের জলে?

অনামিকা
বিশ্বাস রাখো মনে,
কবরের নিস্তব্ধতার বুকেও গোলাপ ফোটে
ঢেকে যায় লোবানের গন্ধ মহুয়া ফুলের আকুল সৌরভে,
অমাবস্যার তিমিরেও হেসে ওঠে চাঁদ
জ্যোৎস্নার খলবলানো আলো আছড়ে পড়ে পরিত্যক্ত বনে।

কবি
তুমি সত্যি বলছো?
সাঁয়ত্রিশ বছরের পরিত্যক্ত বাগানে কি
ফুল ফোটে?
মেঘে ঢাকা আকাশে চাঁদ উঠে?
সূর্য হাসে?
ধূসর গোধূলির জমিনে জন্মে কি সবুজ ঘাস?

অনামিকা
সাঁইত্রিশ বছরের আরাধ্য গোলাপের ঘ্রাণে বিভোর পাখি!
তুমি কি ভুলে যাবে সব?
মনে পড়বে না গোধূলীর বিষণ্ন ছায়ায় পরিযায়ী পাখি এক
বসেছিল বিশাল বনের ছোট্ট ডালে!
তখন হয়তো আমার অস্তিত্বের অবশিষ্ট
থাকবে না তোমার মনে! তাই না কবি?

কবি
না! না দেবী না!
অমন করে বলো না
রক্তাক্ত করো না সবুজ ঘাসের কোমল বুক।
ছিড়ে গেলে বীণার তার, থেমে গেলে ঝর্ণাধারা,
কে আর বাজাবে বাঁশি?
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠবে বাতাস
বেতের ফলের মতো বিষণ্ন চোখে
তাকিয়ে থাকবে লক্ষীপেঁচা
হাজার বছরের বেদনার্ত বুক!

অনামিকা
যখন সব ঘাস মরে যায়, সব জল বুকেতে শুকায়
তখন আর কে তারে ডাকে?
বলো কবি, কেউ কি ডেকে আনতে চায়
অরণ্যের বুকের বিষাদ আপন শিয়রে?

কবি
অমন করে বলো না দেবী।
তুমি কি শুনেছো কখনো চাতক পাখির
বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস?
অনুভবের বিষণ্ন চোখে পেয়ে হারানোর বেদনা,
অভিশপ্ত সাগরের নির্ঘুম অশ্রুপাত?

অনামিকা
এ কোন ব্যথা পুষে রাখে বনের পাখি
বারবার কেন কাঁপে অনন্ত বাসনার দংশিত আকাশ!
পথিক হারিয়েছে পথ নতুন পথের বাঁকে
ক্রুশবিদ্ধ পাখির আর্তনাদে
পাথরের বুকে বাজে আজ দুঃসহ নিনাদ!

কবি
কেনো এই বিষণ্নতা? বলো দেবী বলো।
বিষণ্নতার পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রেখো না
ভালোবাসার আকাশ।
তোমার বিষণ্নতা যখন আকাশ ছুঁয়ে দেয়
মেঘেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে
পৃথিবীর সব সুখ ভেসে যায় অকাল প্লাবনে
মৃত্যুপুরীর নির্জনতা নেমে আসে অনুভবের জমিনে!

অনামিকা
আমার বিষণ্নতায়?

কবি
হুম, তোমার বিষন্নতায়;
ঝর্ণার উচ্ছ্বাস নিমিষেই যায় থেমে
শ্মশানের আগুন জ্বলে ব্রহ্মপুত্রের জলে!

অনামিকা
তাই বুঝি?

কবি
বিশ্বাস করো দেবী, একমাত্র তোমার উচ্ছ্বলতায়
চাঁদ হাসে, গড়িয়ে পরে নক্ষত্রের গায়;
তখন সব পাখি গান গায়, সব নদী ভরে যায়
সব বনে ফুল ফোটে বেলা-অবেলায়।

অনামিকা
অস্তাচলগামী সূর্যের আলো কি
রাঙাতে পারে ধূসর পাহাড়ের পাথর বুক?
বলো কবি, পারে?

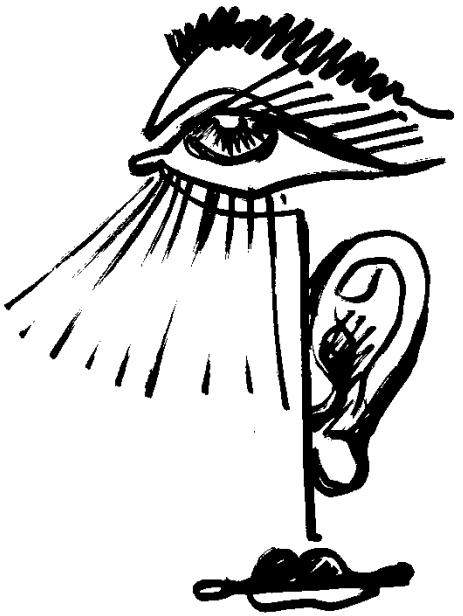

কবি
ভুল, এ তোমার মনের মস্ত বড় ভুল।
আমি মরুবুকে ফোটাতে চাই একটি গোলাপ
সদ্যোজাত শিশুর মতো ভালোবাসার লাল গোলাপ
যে গোলাপ ডালের কাঁটা বিদীর্ণ করবে না কোনো আঙুল
রক্তাক্ত করবে না স্নিগ্ধ সুনীল আকাশ।

অনামিকা
না কবি, না।
এই কর্কশ পৃথিবীর ধূসর বুকে
ফোটে না আকাঙ্ক্ষার পারিজাত
রাহুগ্রাস গিলে গিলে খায় ভোরের সূর্য
বেদনাহত আধখানা চাঁদ।

কবি
না দেবী, না...! অমন করে বলো না।
তুমি অস্তাচলগামী সূর্যের বুকে ঘুমভাঙা সকাল
হিমশীতল কাঁপুনি ভরা আকাশের হৃদয়ের উত্তাপ
উপচে-উপচেপড়া কৃষাণীর ভাতের ফেনা,
বাসন্তী হাওয়ায় ওড়া গোলাপী শাড়ির আঁচল,
তুমি পৃথিবীর বর্ণিল সুখ।

অনামিকা
কবি, থাক ওসব কথা।
তোমার অনামিকার কথা বলো শুনি।

কবি
অনামিকা?
ভালোবাসার অতৃপ্ত বুকে আধাঁর চিরে বেড়িয়ে আসবে অনামিকা,
আজ নয়তো কাল, কাল নয়তো
হাজার বছর পরে।

অনামিকা
আজ নয়তো হাজার বছর পরে?

কবি
শুধু একটি ডাক,
তার মুখের একটি ডাকের অপেক্ষায়
আলোর গতিতে কেটে গেল সাঁইত্রিশ বছর!

অনামিকা
সাঁইত্রিশ বছর?

কবি
হ্যাঁ, সাঁইত্রিশ বছর।
তার একটিমাত্র ডাকে
ছুটে যেতে চেয়েছিল ধ্রুবতারা
শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে।
বিক্ষুব্ধ রাত্রির রক্তচক্ষু, কালবৈশাখী ঝড়;
অহংকারী মেঘেদের অবাঞ্ছিত গর্জনে
আর শোনা হয়ে উঠলো না টাপুরটুপুর
বৃষ্টির শব্দ,
পাতাদের খিলখিল হাসি!
জলের অভাবে পুড়ে ছাই হয় সবুজ অরণ্য।

অনামিকা
পুড়ে ছাই হয় সবুজ অরণ্য!

কবি
একফোঁটা বৃষ্টির হাহাকারে কেঁদে উঠে ধ্রুপদী আকাশ,
নিষ্প্রভ করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে ধূসর দূর্বাঘাস,
নৈসর্গিক সকল সুর ডুবে যায় তিমিরে।
বিশ্বাস করো দেবী,
তারপরও ছুটে যেতে চেয়েছিল উল্কার চেয়ে দ্রুতগতিতে।

অনামিকা
তবে যায়নি কেন?
পাথর চাপায় শুকিয়ে গেল তৃষিত সরোবর?
কোন অভিমানে নির্লিপ্ত পাখি
ডানা ভেঙে পড়ে থাকে জাহান্নাম
পুলসিরাত পার হয়ে কেন তবে
ফোটালো না ফুল জান্নাতের বাগান!

কবি
পঞ্চপাণ্ডব...।

অনামিকা
পঞ্চপাণ্ডব?

কবি
পঞ্চপাণ্ডবের নিক্ষেপিত বাণে বিদ্ধ পাখি
কে তাকে আশা দেবে, কে দেবে আশ্রয়।

অনামিকা
প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের পঞ্চপাণ্ডব হানে আঘাত
রক্তাক্ত হয় নিটোল সরোবর,
পদ্মপাতার বুকের বিষাদ।

কবি
কৃষ্ণের পঞ্চপাণ্ডব নয়।
চারদিকে নিশীথের অশুভ কালো ছায়া
মৃত্যুর হিমঘর বারবার ডাকে
জড়িয়ে নিতে চায় আপনার করে।
ভালোবাসার ধ্রুপদী আকাশ হয়েছে পর,
অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্তহীন কালের অনন্ত বাসর
প্রিয় নক্ষত্র রাত্রি নিবাস আমার।

অনামিকা
মৃত্যুর হিমঘর! অনন্ত বাসর! নক্ষত্র রাত্রি নিবাস!
না কবি না, অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই।

কবি
মুখে আনতে নেই কেন? বলো দেবী, বলো।
ভালোবাসার বেদুঈন সুখ পেয়েছে কি খুঁজে মিশরের তপ্ত মরুবুক?
কান পেতে শোন হাজার বছরের বেদনার্ত মমির বুক।
বলো, কী লাভ আর তবে অপেক্ষার প্রহর গুনে?
এখানেই শেষ হোক তবে ব্রহ্মপুত্রের প্রাণের খেলা।

অনামিকা
না কবি না...!
দোহাই লাগে, বন্ধু আমার, অমন করে বলো না।
দোহাই অনন্ত...প্রিয়তম আমার
এখানেই শেষ করো না আমার প্রাণের খেলা!

কবি
কে তুমি!
তুমি আমার নাম জানলে কোত্থেকে?
তোমার প্রাণের খেলা, একি বলছো তুমি?
কে তুমি? বলো কে তুমি দেবী?
আঃ, চুপ করে থেকো না, বলো কে তুমি?
তুমিই কি তাহলে আমার অনামিকা,
বাসনার সুনীল আকাশ, হারিয়ে যাওয়া ধ্রুবতারা?
তুমিই কি সেই ক্যামেলিয়া?
প্রেমের দেবী আমার, কথা বলো অনামিকা... কথা বলো
চুপ করে থেকো না, হ্যালো... হ্যালো ... কথা বলো।
দোহাই আমার হারিয়ে যেয়ো না,
পেয়ে হারানোর বেদনার অভিশাপ বুকে
বলো আর কতদিন আর কতকাল
কোথায় খুঁজে বেড়াবো তোমায়।

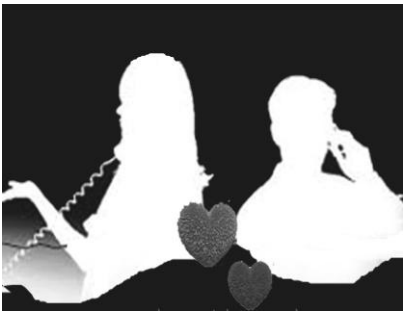

পর্ব • ৪

অনামিকা

হ্যালো... ।
কথা বলছো না কেন অনন্ত?
আমার উপর রাগ করেছো?
আমার উপর রাগ করে থেকে কী লাভ?
সাঁয়ত্রিশ বছর আগের বেদনার নীল খাম
এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
শুকনো গোলাপ পাঁপড়ির বুকের বিষাদ
বিষাদসিন্ধু হয়ে থাকুক
লেখা থাকুক তোমার শিরোনামহীন কাব্যগ্রন্থে
পড়ে থাকুক ধুলিমাখা অবিন্যস্ত পাতার অন্তরালে।

কবি

বেদনার নীল খাম!
কোন সে অপরাধ! কার অপরাধ?
বলো অনামিকা বলো...?
বুকের ভেতর জেগে থাকে শতাব্দীর দীর্ঘশ্বাস
বিষাদসিন্ধু হয়ে থাকে গোলাপ পাঁপড়ির বুকের বিষাদ।
বলো অনামিকা বলো, চুপ করে থেকো না।

অনামিকা
অপরাধ, অপরাধী!
কালের গর্ভে আজ বিলীন
পুরনো দিন টেনে এনে কী লাভ?
তারচেয়ে পাথরের বুকেই লেখা থাকুক
বুকের বিষাদ।

কবি
কেন অনামিকা, বলো, কেন?
একটুখানি ছুঁয়ে দেখো আমায়
দ্বিধাহীন ছুঁয়ে দেখো আমি কোন পাথর নই
আমার হৃদয়ের ভেতর এখনও আগুন আছে
যার উত্তাপে গরম করে নিতে পারো শীতের দুঃসহ সকাল
দংশিত নীল অভিমানী রাত
পুড়িয়ে দিতে পারো অপ্রাপ্তির সকল বিষাদ।

অনামিকা
তা আর হয় না অনন্ত, প্রিয়তম আমার।
তুমি আমায় আর অমন করে ডেকো না।
মেঘাচ্ছন্ন করো না জোৎস্না প্লাবিত কাব্যিক সময়,
তারচেয়ে পৃথিবীর বুকে পড়ে থাকুক
বিরহী সুর, সানাইয়ের অব্যক্ত অভিমান।

কবি
আমি জানি অনামিকা,
সেদিনের সেই সানাইয়ের সুর
বেদনাময় না হয়ে বৃষ্টির গান হতে পারতো,
নিঃশব্দ রাত্রির হাহাকারগুলো পাখিদের কোলাহলে
ভরে উঠতে পারতো, ভোরের আঙিনা।

অনামিকা
অথচ তার কিছুই হলো না, তাই না?
এ দায় কার? বলো অনন্ত বলো?
সেদিন তুমি যদি মনস্থির করতে পারতে
তাহলে আজকের গল্পটা অন্যরকম হতে পারতো।
কী পারতো না?
ঘুমহীন রাতগুলো স্বপ্নময় হতে পারতো,
অসহায় আত্মসমর্পণের গ্লানিবোধ
আমাদের কাউকেই
তাড়া করে ফিরতো না।

কবি
সর্বগ্রাসী সাগর গ্রাস করে নিলো দুজনার স্বপ্নিল স্নিগ্ধ সকাল
খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো সারাজীবনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা!
এ আমি জানি অনামিকা, তুমিও জানো।
তারপরও অনামিকা, তারপরও...।

অনামিকা
না প্রিয়তম বন্ধু আমার।
আমায় ক্ষমা করো, আমায় করুণা করো।
তারপর আর কিছু নেই, আর কিছু থাকতে পারে না।

কবি
তোমার চোখের জলের অভিশাপে ব্রহ্মপুত্রের বুকে জল নেই
শুধুই পাথর, পাথরের উপর পাথর।
মাঝির বিমর্ষ বৈঠার আর্তনাদে
বিষণ্নতার নদী ডুবে থাকে শত সহস্র বছর।
এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি প্রিয়তমা আমার
মুহূর্তের স্পর্শেই ফিরে আসতে পারে হারানো সকাল,
ফেলে আসা সুর, ভরে যেতে পারে অসমাপ্ত গল্পের শূন্য পাতা,
তবুও কেন আর তবে নির্লিপ্ততা ঢেকে রাখে সুনীল আকাশ!

অনামিকা
আমায় ক্ষমা করো, করুণা করো।
অনেক দেরী হয়ে গেছে।
শুকিয়ে গেছে সবুজ ঘাসের কোমল বুক
ছুঁয়ে থাকা শিশিরকণা,
ডুবে গেছে হাসিমাখা চাঁদ
ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপ নীলগিরীর দুরন্ত পাহাড়।

কবি
না প্রিয়তমা, না।
ভালো করে তাকিয়ে দেখো,
এখনও সমুদ্রের বুকে জেগে উঠে ভোরের সূর্য,
তাকিয়ে থাকে জয়নুল উদ্যান,
করুণ ব্রহ্মপুত্র, নীলাভ আকাশ।

অনামিকা
না অনন্ত না, এ মিথ্যে প্রবোধ।
ওরা গান থামিয়ে চলে গেছে ঘরে,
তোমার চোখের দ্যুতি কমে গেছে,
অন্ধ বাউল!

কবি
বিশ্বাস করো! শুধু একবার বিশ্বাস করে দেখো।
তোমার সামান্য স্পর্শে
আমি লিখে ফেলতে পারি জীবনানন্দের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কবিতা
এঁকে ফেলতে পারি ভ্যানগগের চেয়েও
মানোত্তীর্ণ কোন চিত্র।

অনামিকা
নিস্তব্ধ গভীর রাতের আঁধারের
বুক চিরে বেরিয়ে আসা কুকুরের কান্না,
সাঁয়ত্রিশ বছর ধরে প্রতিরাত।
নিস্তরঙ্গ নিস্তেজ বঙ্গোপসাগর,
বুকের সুনামি থেমে গেছে প্রিয়তম।

কবি

তারপরও বঙ্গোপসাগর জেগে থাকে
পৃথিবীর সকল বিষণ্নতা বুকে।
দক্ষ ডুবুরির মতো তুলে নাও ঝিনুক
আস্তে আস্তে ফাঁক করে দেখো চিকচিক
গলার মালা হতে যুগের পর যুগ অপেক্ষা
বুকের ঘ্রাণ পেতে উদগ্রীব।

অনামিকা
তবে এতো দেরী কেন?
একদিন জোয়ার ছিলো
ছিলো স্বপ্নের বিলাসী বাগান
মন উজাড় করা ঘ্রাণ।
গোলাপ পাঁপড়ির মতো উন্মোচিত হতো
হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার।
সকাল সন্ধ্যা, নিশিতেও বইতো বসন্ত বাতাস,
অথচ...!

কবি
এ আমি জানি অনামিকা, আমি জানি।

অনামিকা
সন্ধ্যার আহবানে গাংচিল উড়ে গেছে নীড়ে,
লাল, নীল, সবুজ, হলুদ পাখির ক্লান্তির ডানা
আজ জরাগ্রস্ত, হতাশায় আচ্ছাদিত বাগান।
মরে গেছে ভালোবাসা।

কবি
ভালোবাসা মরে না অনামিকা,
তারপরও ভালোবাসা বেঁচে থাকে।
স্বপ্নরা বেঁচে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী,
চুপিচুপি ফুল ফোটায় হলুদ পাতা।
অমাবস্যা রাতের চাঁদ লুটোপুটি খায়
আধমরা ডালের বর্ণহীন ডগায়।

অনামিকা
প্রিয়তম, তুমিতো জানো না ইচ্ছা মৃত্যু উপত্যকায় আমার বসবাস,
বিলীন হয় সব প্রমত্তা পদ্মার ক্রুদ্ধ আঘাত।
খরস্রোতা জলের বিলাসী কল্পনা,
স্বপ্নরা মরে গেছে প্রাত্যাহিকতার অবরুদ্ধ সময়ের অনটনে।

কবি

সময়ের অনটনেও জন্ম নেয় ঘাসফুল
পৃথিবীর অনন্ত সবুজ।
ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের চূড়ায় দোল খায় সাদা সাদা ফেণীল স্বপ্ন
অপেক্ষায় থাকে ক্রিশ্চিয়ান ডিউরের লতাগুলোর হাত।

অনামিকা

অপেক্ষায় থেকে থেকে ভুলে গেছে
স্কুল পালানো মেঠোপথ
পুরনো সেই বট গাছ।
পাখির চঞ্চুর ধারালো আঘাতে
ক্ষতবিক্ষত লাল লাল বট ফল,
হৃদয়ের মাঠ অতীত উঠোন।

কবি

জানো অনামিকা
সেই বট গাছটার নীচে দাঁড়ালেই
জড়িয়ে ধরে স্মৃতির নীল অক্টোপাস!
দীর্ঘশ্বাসে পাথর অতীত উঠোন,
দুঃসহ রাত্রির যন্ত্রণা;
স্কুল পালিয়ে ডিঙি নৌকা
জোড়া হাঁসের ডুবসাঁতার
শাপলার প্রাণবন্ত খিলখিল হাসি।
পাতা ঝরার টুপটাপ শব্দ
নির্মল প্রাণবন্ত সকালের সাইকেলের টুংটাং
এখনও কি শুনতে পাও তুমি?
নাকি সব সুর মুছে গেছে সময়ের অভিমানে?

অনামিকা

কেউকি ভুলতে পারে ভোরের শিশিরের তৃষ্ণার্ত ছোঁয়া
সকালের নরম রোদের স্নিগ্ধ পরশ
ক্লান্ত দুপুরের ঘামে ভেজা পথ

সোনালী চিলের আনাগোনা
ঘুমহীন রাত নক্ষত্রের অফুরন্ত স্বপ্ন!
এখন সে পথের সব বদলে গেছে জীবনের প্রয়োজনে
পাখিরাও সব ভুলে যায় জীবিকার সংগ্রামী সন্ধানে!

কবি
আমি সব ভুলে গেলেও শুধু ভুলতে পারি না প্রথম সুরের মধুর সারগাম,
সোনালী ভোরের আলো, রূপালী চাঁদের মায়াবী খেলা!
আমি মরুবুকে ফোটাতে পারিনি গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধা,
তুমি কি ফোটাতে পেরেছো কোন সুগন্ধী ফুল?
বলো অনামিকা, বলো।

অনামিকা
পারিনি প্রিয়তম, পারিনি।
বাসন্ত দিনে কোকিলের পাগল করা সুর
বাজেনি কখনও তানপুরার তারে
ফোটাতে পারিনি কাঙ্ক্ষিত নীলপদ্ম।
অভিমানী চোখের পরতে-পরতে
ফোটাতে পেরেছি মরুদ্যানের অতিথি ক্যাকটাস।
আর কিইবা ফলাতে পারে পোড়া মাটির কর্কশ ক্ষেত,
তুমিই বলো অনন্ত ...।

কবি
না প্রিয়তমা না, অমন করে বলো না।
তোমার ব্রহ্মপুত্র, জয়নুল উদ্যান, কাশবন,
ডিঙি নৌকা, সবাই তাকিয়ে আছে পথ পানে।
আমি ডেকে আনবো ফাল্গুনী হাওয়া, চতুর্দশী চাঁদ,
হাওরের রূপালী জলের মায়াবী খেলা।
ওরাই ভুলিয়ে দেবে অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ের অভিমান
নিভিয়ে দেবে পাহাড়ের গভীর অগ্ন্যুৎপাত।
তুমি ফিরে এসো প্রিয়তমা, ফিরে এসো
অভিমানে পাথর হয়ে থেকো না।

অনামিকা
কোথায় খুঁজে পাই ফিরে আসার দরজা জানালা!
বন্ধ হয়ে গেছে সেই কবে তা কী তুমি জানো না?

কবি
তুমি ফিরে এলেই গোধূলি বেলার
নিষ্প্রভ আকাশ স্বপ্ন খচিত হবে,
ফিরে আসবে কোজাগরী রাত
বর্ণিল আলোয় ছেয়ে যাবে জীবনের
এপিঠ-ওপিঠ।

অনামিকা
চাইলেই কি ফিরে আসা যায়?
চাইলেই কি ধূসর পৃথিবী
জন্ম দিতে পারে কোজাগরী রাত?

কবি
তুমি চাইলেই সব হতে পারে অনামিকা।
তুমি চাইলেই ধূসর পৃথিবী
হয়ে উঠবে সবুজে সবুজে সবুজময়
ফিরে পাবে হারানো স্নিগ্ধতা
কৃষকের মুখের হাসিতে দরজায় কড়া
নাড়বে নবান্ন উৎসব।

অনামিকা
সব ফসল পুড়ে গেছে
খরায় বিধ্বস্ত কৃষাণীর বুকের বসন,
ঢেকে গেছে চাঁদ অমাবস্যা রাতের আকাশ।

কবি

নতুন সূর্য হাসবে মেঘলা আকাশ।
মরা ডালে দোল খাবে কচি কচি পাতা
ভোরের পাখির শিসে পোড়ামাটির বুকে
জেগে উঠবে প্রাণহীন প্রাণ।
অনামিকা, আমরা কি উপড়ে ফেলতে পারি না
ব্যর্থতার ধুতুরা গাছ?

অনামিকা

সেই ব্যর্থ দিনে তুমিই লাগিয়েছিলে ধুতুরার বীজ।
ভগ্ন হৃদয়ের সিন্দুকের চাবি নিজেই তুলে দিয়েছিলে
বেগানা হাতে, কী দাওনি তুলে?

কবি

দিয়েছিলাম, আমি নিজেই দিয়েছিলাম তুলে।
তুমি কি জানো না, দেবী পুজো হয় না বাসি ফুলে?

অনামিকা

বাসি ফুল!
ভুল, এ তোমার মস্ত বড়ো ভুল।
পিঞ্জর খুলে উড়ে যায় পাখি নিশিথের পথ
কাপুরুষ-পুরুষ তাকিয়ে থাকে নির্লিপ্ত নয়ন!

কবি

মিথ্যে সব মিথ্যে।
ভালোবাসার কুটিরে ষড়যন্ত্রের খেলা,
স্বপ্নের রাজপুত্র ঘোড়া উড়ে বেড়াবে আকাশে,
বৈশাখী বাতাস মেনে নেয় কেমন করে?
বিষাক্ত হয়ে যাবে না সমাজ?
বন্ধ হয়ে যাবে না সামাজিকতার নিঃশ্বাস?

অনামিকা
অথচ দুজনার কত স্বপ্ন ছিল!
পৃথিবীর অবাঞ্ছিত নিঃশ্বাসের আগুনে
পুড়ে ছাই হলো স্নিগ্ধ বিশ্বাস,
তারাভরা রাতের আকাশ!

কবি
কত স্বপ্ন পুষে রেখেছিলাম-রঙিন ঘুড়ি।
তোমাকে পাশের সিটে বসিয়ে চলে যাবো
লং ড্রাইভে
মধুপুর বনের মাঝখানে মসৃণ পিচঢালা পথ,
বেকার যুবকের স্বপ্ন কি কখনও পূরণ হয়?
বলো অনামিকা, পূরণ হয় তখন?

অনামিকা
আমার একটি স্বপ্ন কিন্তু পূরণ হয়েছিল তখন,
তুমি অভিসার সিনেমা হলের টিকিট যোগাড় করলে তিনগুণ দামে,
আমি সোফিয়া লরেন হয়ে তোমার কাঁধে মাথা এলিয়ে সানফ্লাওয়ার!
আহ...হারিয়ে গিয়েছিলাম অচেনা সৈকতে।
মনে আছে তোমার? মনে আছে...?

কবি
হ্যাঁ, সব মনে আছে।
তুমি পড়েছিলে বক-সাদা শিফন শাড়ি
আর লাল কাশ্মীরি শাল।

অনামিকা
আর তুমি ধবধবে সাদা প্যান্ট,
হাইকলার দুধ সাদা সোয়েটার,
আকাশনীল ব্লেজার।

কবি
সব এখন গড়াগড়ি খায় আমার কাঠ রঙের মেঝেতে।
জানো, এখন আর আমি কোন স্বপ্ন দেখি না,
শুধু অপেক্ষায় থাকি যবনিকাপাত!

অনামিকা
না প্রিয়তম, না।
অমন কথা মুখে এনো না।
কত স্বপ্ন ছিলো কাশফুল উৎসব হবো।

কবি
এখনও পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কাশফুল
বালিকাদের নরম তুলতুলে সাদা চুল।
তুমি এলেই হেসে উঠবে ব্রহ্মপুত্রের পাড়
জড়িয়ে ধরবে শুভ্র সকাল সোনালী রোদ
মুছে যাবে পৃথিবীর সকল বিষাদ।
তুমি চাইলে তোমায় আমি জ্যোৎস্না উৎসবেও
নিয়ে যেতে পারি।

অনামিকা
অবাস্তব স্বপ্ন দেখে আর কী লাভ অনন্ত?

কবি
অবাস্তব স্বপ্ন নয় অনামিকা।
ছইয়ে ঢাকা গয়না-নৌকা চলবে ছলাৎ ছলাৎ
হাওড়ের পানির বুক চিরে ঘন্টার পর ঘন্টা

অনামিকা
শুনেছি আজকাল প্রেমিক যুগলেরা
জ্যোৎস্না পোহায় ইনানী বিচ নয়তো
টাংগুয়ার হাওড়ে।

কবি
তোমায় নিয়ে জ্যোৎস্না পোহাবো টাংগুয়ার হাওড়ে।
ভরা পূর্ণিমা তিথির জ্যোৎস্নামাখা মায়াময় রাত
চোখে চোখ হাতে হাত ঝিরিঝিরি হাওয়া।
তোমার এলোকেশী চুলের সৌরভ
মাতোয়ারা হবে হাওড়ের কালো জল
বিষণ্ন নৌকার ভাঙা গলুই।

অনামিকা
এলোকেশী চুল!
এখন কাশফুল বালিকার মতো ধবধবে সাদা।

কবি
হোক সাদা!
চারদিকে সাদা সাদা জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি
তুমি শুধু আমার চোখের জ্যোৎস্না
চোখে চোখেই জ্যোৎস্না পোহাবো।
দিবানিশি জোৎস্নার আলো জাহাজের খোল বোঝাই,
গন্তব্য তার অচেনা বন্দর।

অনামিকা
আসলেই তুমি একটা পাগল!

কবি
ভালোবাসা মানেই তো পাগলামি।
ভালোবাসা এক ইন্দ্রজাল সম্মোহনী ঘোর
ঘোরটোপে বন্দী ঘূর্ণিঝড়
আবেগী মন মনের ঘোর
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঘোড়সওয়ার।

অনামিকা
তোমার ভালোবাসা নীরবে-নিঃশব্দে
চেতনে-অবচেতনে স্মৃতিতে-বিস্মৃতিতে
বয়ে যাওয়া এক পাগল ঝর্ণাধারা।

কবি
অনামিকা, আমার সব নদী খাল বিল ঝিল
তোমার পদ্ম চাষের উর্বর জমিন।
ঘুমহীন নিস্তব্ধ রাতের সাঁতার
তোমার পালতোলা নৌকার অনায়াস বিহার।

অনামিকা
না অনন্ত, না।
ঝড়ে বিধ্বস্ত ক্লান্ত নাবিক অথই জলের হাহাকার।

কবি
আমার বন পাখি ফুল পাহাড়ি ঝর্ণায়
তোমার পোষা পাখি উড়ে বেড়ায়
সোনালী ডানা ছুঁয়ে দেয় আকাশ,
বনের গহীন অন্ধকারে নগ্ন পদের নূপুরের শব্দ,
ঝর্ণার ঘুম ভাঙা সকাল।

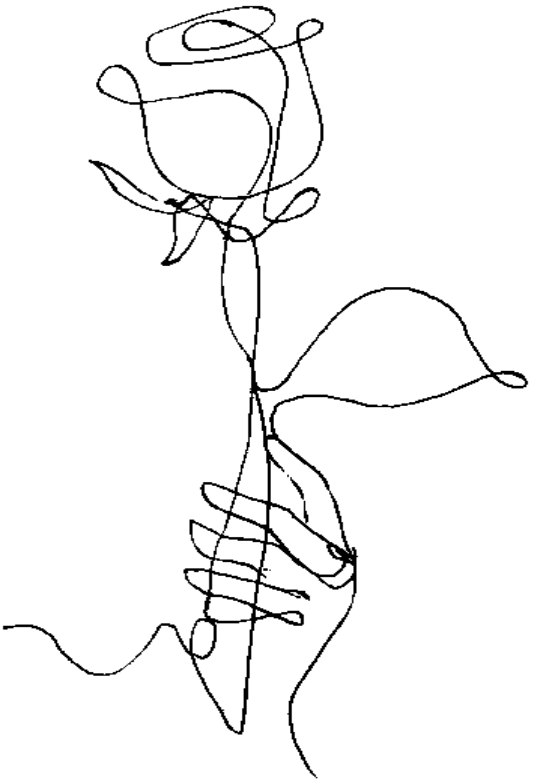

অনামিকা

তুমি আমার আকাশ-বাতাস মেঘ-বৃষ্টি শ্রাবণের পূর্ণিমা
মেঘের ভেলা ভাসে নীলাকাশ
বৃষ্টিভেজা পূর্ণিমা চাঁদ।
থরথর কাঁপা ধূসর হৃদয়ে মরুদ্যান
খুঁজে পাওয়া বেদুঈনের আনন্দ আত্মহারা রাত।

কবি

এত প্রেম এত ভালোবাসা
তবুও পূর্ণ হলো না সাধ মনের আশা!
তারপরও গঙ্গা যমুনা একাকার
বঙ্গোপসাগর বাড়ায় হাত
বুকে পৃথিবীর সকল অভিশাপ।
তোমার হাত বাড়াও প্রিয়তমা -
গোধুলীর বুক সূর্যাস্তের রঙে রাঙাতে চাই না,
চাই না প্রেমহীন লক্ষকোটি অনন্ত বছর
তোমার হাত বাড়াও প্রিয়তমা...।

অনামিকা

এখন আর তা হয় না অনন্ত, প্রিয়তম আমার।
গোধূলির বুকে নেমে এসেছে সূর্যাস্তের গ্রাস
বৃষ্টির জল শীতল বরফ।
হৃদয়ের পরতে পরতে কঠিন শিলার স্তর
ধূসর মরু বুকে মরু ঝড়।

কবি

ওই দূরে তাকিয়ে দেখো, কান পেতে শোন।
মেঘে ঢাকা আকাশে গুরুগুরু ডাক
ভেঙে পড়ছে আকাশ তপ্ত মরুদ্যান!
ভালোবাসার বৃষ্টির ছোঁয়ায় মৃত নগরীর
প্রাণহীন অভিশপ্ত বুক সবুজ হয়ে উঠবে
অথই জলে ভেসে যাবে শিলার স্তর

জমে থাকা সকল হতাশা,
নির্বাসিত হবে দোদুল্যমান শংকা
নিষ্ঠুর সময়ের আক্ষেপ।
তোমার হাত বাড়াও প্রিয়তমা....।

অনামিকা
বৃষ্টির জল কি মুছে দিতে পারে
জমাট পাথরের দীর্ঘশ্বাস?
হাজার বছরের কঠিন শিলার
বুকের বিষাদ,
শ্যাওলা পরা গন্ধরাজ?
বলো অনন্ত বলো, পারে?
তাকিয়ে দেখো অভিমানী গাছের অনশন
সবুজ সতেজ পাতা আজ হলুদ
জন্ডিস আক্রান্ত পাংশু মুখ।

কবি
অভিমানী গোধূলির ছায়াঘন বন
কেন তবে দিয়েছিল শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া
পাথরের বুকে ফুটিয়েছিল ফুল
জন্ম দিয়েছিল কঠিন শিলার বুকে
তরল ভালোবাসা!
বলো অনামিকা বলো?
চুপ করে থেকো না, বলো...?

অনামিকা
কোকিলের সুদীর্ঘ অনশন,
শুকিয়ে যায় পাতা ডালপালা
ছায়াঘন বন উজাড় বিস্তীর্ণ প্রান্তর
অভিমানের প্রলম্বিত রক্তক্ষরণ।
এখন আর ডেকে ডেকে কেনো তবে
এহেন বিব্রত আচরণ?

কবি
বিব্রত আচরণ?
অভিমানী, এ তোমার নিষ্ঠুর খেলা
তীরে এনে কেন আবার
ভাসিয়ে দাও জীবনের ভেলা!

অনামিকা
না প্রিয়তম না...।
এক চিলতে আলো নেই শুধুই আঁধার
হয়ে গেছি অন্যজনের সাজানো বাগান।
তবুও কেন তবে আর অভিমান?
ভুলে যাও হারানো সুরের তান
খুঁজে নাও প্রিয়তমা প্রকৃতির বুক
পৃথিবীর ভাঁজে ভাঁজে অফুরন্ত সুখ।

কবি
কোথায় খুঁজিনি সুখ?
খুঁজেছি ভোরের সোনালী রোদ্দুর
গ্রীষ্মের ধু-ধু প্রান্তর বিষণ্ন ক্লান্ত দুপুর,
সন্ধ্যার আলো আঁধার পূর্ণিমার জোৎস্নালোক।

অনামিকা
খুঁজে দেখো শরতের রংধনু
শীতের সকাল, ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু
হেমন্তের পাকা ধানের শীষ।
বসন্তের মাতাল হাওয়া, বর্ষার অঝোর ধারা
জীবনের অসমাপ্ত কবিতার শেষ লাইন।
তোমার আরাধ্য গোলাপ।

কবি
সে তো কেবল তুমি
ফুটে থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বাগানে!
এখনো ফুরিয়ে যায়নি সময়
নিভে যায়নি সলতের আগুন
মেহেদী পাতার বাহারি রঙ।
তোমার পথ পানে তাকিয়ে রয়েছে
ভেনাস আইল্যান্ড সোনালী দিনের স্বপ্ন।

অনামিকা
ভেনাস আইল্যান্ড!
ওসব মনে করে আর কি লাভ বলো?

কবি
তোমার ভেনাস আইল্যান্ড বঙ্গোপসাগরের বুকে একাকী নিশ্চুপ,
বধ্যভূমির বেদনা বুকে অপেক্ষারত
সাগরের বুকে বিধ্বস্ত নাবিকের চোখ।

অনামিকা
কত স্বপ্ন ছিলো;
বঙ্গোপসাগরের বুকে একটা ছোট্ট দ্বীপ,
দুজনে মিলে নাম রেখেছিলাম 'ভেনাস আইল্যান্ড'।

কবি
তোমার স্বপ্নের দ্বীপ আজ বড্ড একা।
বড্ড একা... অনামিকা।
ডুবে যাওয়া জাহাজের মাস্তুল
একমাত্র তোমার স্পর্শেই জেগে উঠতে পারে
ছুটে যেতে পারে বন্দর থেকে বন্দরে ক্লান্তিহীন।

অনামিকা

ভেনাস আইল্যান্ডে দুটি পাখি!
ছোট্ট একটি নীড়, কোলাহল বিচ্ছিন্ন স্বর্গ নিবাস।
থাকবে না দালানকোঠা, ঘোড়াছুটা ব্যস্ততা;
বনজঙ্গলে ঠাসা প্রকৃতি।
টারজান জীবন-জীবিকা বুকে আদিম সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা!
আহ, এসব আর মনে করতে চাই না।
আমি ভুলে যেতে চাই, আমি ভুলে যেতে চাই
ফেলে আসা অতীতের সকল স্মৃতিকথা।

কবি

ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায় অনামিকা?
আমার পেয়ালা ভরে কানায় কানায়
তোমার দেয়া সঞ্জীবনি সুধা,
পান করি আজো চুমুকে চুমুকে
ঘুম ঘোরে নেশাগ্রস্ত স্ট্রং ক্যাফেইন।

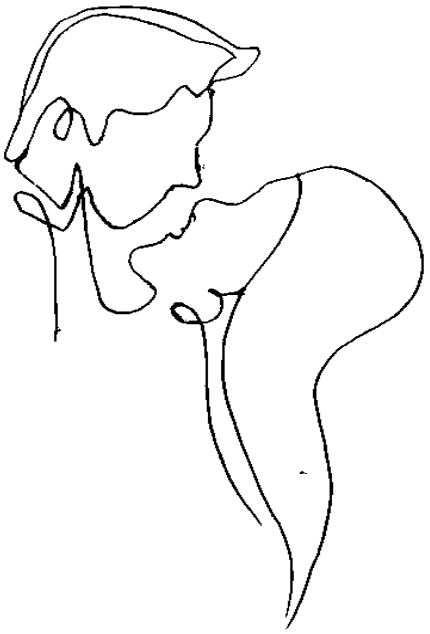

অনামিকা

সব ভুল, সব অতীত।
ধুতুরা ফুলের নেশায় পাগল তুমি।
আমি কোন স্বপ্ন দেখিনি কাউকে কখনো কোন স্বপ্ন দেখাইনি।
সাগরের নোনা জলে সাঁতার
রঙিন মাছের সাথে মিতালি,
যুগলবন্দী হয়ে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত
সব মিথ্যা সব অতীত।

কবি

তুমি চাইলেই কি পারবে
জলন্ত আগ্নেয়গিরির লাভা মুখ বন্ধ করতে?
একটা লাভা মুখ হলে নাহয় এক আঁজলা জল দিতে ঢেলে,
শত-সহস্র লাভা মুখ বন্ধ করবে কেমন করে?

অনামিকা

আমি জানি না। কিচ্ছু জানতে চাই না।
সেদিন হঠাৎ বৃষ্টির মতো চলে গেলে,
বলেও গেলে না আর কোনদিন দেখা হবে কি না!
ঠোঁটেই রয়ে গেল অসমাপ্ত কথা
শুধু তাকিয়ে রইলাম অপরিপূর্ণতার অভিমানী চোখে।
কেনো? বলো অনন্ত কেনো, কেনো?
আমার কথার উত্তর দাও।

কবি

ওসব কথা নাহয় থাক অনামিকা।
এতকাল পর অষ্টাদশী চাঁদ!
চলো, ভুলে যাই নিস্পৃহতার পাংশুটে সময়।
আঁধার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মায়াবী আলো
অফুরন্ত বাসনার স্নিগ্ধ সকাল
মরা নদীর নির্মল আকাঙ্ক্ষা।
আর ডেকে এনো না ফেলে আসা বিরহী সময়।

অনামিকা

ভুলে যাবো ফেলে আসা বিরহী সময়!
ক্ষতবিক্ষত অনুভবের বাগানের ক্রন্দন?
চৈত্রের কাঠফাটা রোদ্দুরের তৃষ্ণার্ত বুক
সূর্যাস্তের বুকে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ
বুকের অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস, দুঃসহ একাকী রাত
নিঃসঙ্গ পৃথিবীর অব্যক্ত অভিমান!

কবি
যে চোখে পৃথিবীর অনন্ত সবুজ
ভালোবাসার অন্তহীন বাগান
দিগন্ত বিস্তৃত নির্মল উচ্ছ্বাস
সাত সাগর আর তের নদীর ঢেউ পাহাড়ী ঝর্ণাধারা
সে চোখে দাবানল আগ্নেয়গিরির ক্রোধ
মানায় না প্রিয়তমা।

অনামিকা
তোমার সাথে দৃষ্টিবিনিময়ের পর থেকেই
পাখির গানে হৃদয়কাড়া সুর
সবুজ ঘাসের ক্ষেতে চোখ জুড়ানো ঘাসফুল
সারা অঙ্গে হাসিমাখা দিন তারাভরা রাত।

কবি
আমি জানি অনামিকা। আমি জানি।
একমাত্র তোমার ভালোবাসাতেই ব্রহ্মপুত্রের চোখে হাসি
হেসে উঠে মাঝিদের অলস বৈঠা!
নদের যৌবনে হাবুডুবু খায় সাদা সাদা হাঁস
বিস্তীর্ণ চরের জমিতে উঁকি দেয়
সবুজ কচি কচি ঘাস।
ওদের কথা ভেবে হলেও তুমি ফিরে এসো অনামিকা...।

অনামিকা
তা আর হয় না অনন্ত।
নদীর মিষ্টি জল একবার সাগরের নোনা জলে মিশে গেলে
তা-কী আর কখনও আলাদা করা যায়?
নাকি ফিরিয়ে আনা যায়?
নাকি ফিরে আসে কখনও?
তুমিই বলো অনন্ত, তুমিই বলো ।
বরং তার চেয়ে চলো একটা দীর্ঘশ্বাস হয়ে ডুবে থাকি।

কবি
তবে তাই হোক।
নক্ষত্রের রূপালী আলো, অতীতের সোনালী উঠোন
একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকুক হাজার বছর।
ফুটে থাকুক আরাধ্য গোলাপ নীল-নীল কুয়াশায় ।

অনামিকা
কেউ তো জানে না, শুধু আমি জানি
কতটুকু ক্ষয়, কতটুকু বিষাদ বুকে পুষি
নদীর গভীরে কতটুকু জল লুকিয়ে রাখি
বেদনা বুকে ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলি!
কেউ তো জানে না, শুধু আমি জানি
মৃত্তিকার অভিশাপে বৃক্ষের ডালে ক্লান্তি নামে
কোন অভিমানে হলুদ পাতা কান্না চেপে
টুপটাপ ঝরে ধুলাবালিতে নিজেকে সঁপে!

কবি
কেউ তো জানে না, শুধু আমি জানি
পদ্মপাতার বিষণ্ন বদন আকাঙ্ক্ষার সরোবরে
সহস্র বছরের দুঃখগুলো লুকিয়ে রেখে
পাখির পালক নিঃশব্দ আঁধারে ঝরে পড়ে।
কেউ তো জানে না, শুধু আমি জানি
কষ্টের নীল বুকে থামিয়ে ক্ষরণ কেনো হাসিমুখে
বিষণ্ন বন ফোটায় ফুল চৈত্রের হাহাকারে
কোন্ আক্ষেপে ঘুম নামে দুরন্ত সাগরে!
কেউ তো জানে না, শুধু আমি জানি আর জানে সে!

– শেষ –